

আলাদীনের প্রদীপ

ঘটনাটা আকর্ষণীয় নয় খুব একটা। নাটকীয় তো নয়ই। সেজন্যই বোধহয় আমরা চট করে তা ভুলেও গেছি। কিন্তু যত নীরস ই হোক না কেন, ঘটনাটা আমাদের জানা দরকার। কারণ আমাদের শরীরে রক্ত নামে যে লাল পদার্থটি বইছে তা আকাশ থেকে হঠাৎ আসেনি। আমাদের পূর্বপুরুষেরাই তা আমাদের দিয়ে গেছেন, কিছু ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁদের কাজ তাঁরা করেছেন, সেই ঐতিহ্য ধরে রাখবার কাজটাই, অর্থাৎ আমাদের কাজটাই জিহ্বা বের করে খাবি খাচ্ছে। কেন খাচ্ছে, কি হলে সেটা বন্ধ হবে, সেটা বলবেন পন্ডিতেরা। আমাদের কাজ আত্ননাদ করা, আমরা শুধু সেটাই করে যাব।

এবারে চলুন দেখি তাঁরা সারা ভারত জুড়ে কি হুলস্থূল কাণ্ডটা করেছেন।

প্রাচীন বাংলা। গোলায় উপচে পড়া ধান আর পুকুর ভরা মাছ নিয়ে মহাসুখে আছেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা। সামরিক শক্তি দেখিয়েছেন যথেষ্টই। আর্যদের ঠেকিয়েছেন, আলেকজান্ডারকে ঠেকিয়েছেন। দুনিয়া সেটা ভোলেনি। সেজন্যই বোধহয় বহুদিন পর্যন্ত বাংলার দিকে ভয়ে চোখ তুলে তাকায় নি কেউ। কিন্তু সুজলা-সুফলার প্রেম কি ছাড়া যায়, হোক না সে পরকীয়া? না, তা ছাড়তে পারেনি সাধু-সন্ন্যাসী থেকে রোমিও, এমনকি ভগবান কৃষ্ণ ও। রাধা ছিলেন পর-স্ত্রী, জুলিয়েট-ও তাই। এবার সে প্রেমে পড়লেন কনৌজ-এর (আধুনিক লখনৌ) শক্তিমান রাজা যশোবর্ম। সর্বশক্তি নিয়ে আক্রমণ করলেন বাংলা, এবং জয়ও করে নিলেন। বহুদিন পর বাংলার সন্তানের মুখ হল পরাজয়ের কালিমায় মলিন। "বিজয়ীর কাছে আনুগত্য স্বীকার করার সময় ওদের মুখমণ্ডল ম্লান হয়ে গিয়েছিল, ***** ওরা এ ধরনের কাজে অভ্যস্ত নয়" লিখে গেছেন যশোবর্মের রাজকবি বাকপতিরাজ, তাঁর "গৌড় বহো" গ্রন্থে। রাজ-রাজড়ার যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলায় কিছুদিন পরেই যশোবর্ম পরাজিত হলেন কাশ্মীরের রাজা লালিত্যমোহনের কাছে। কিন্তু অতদূর থেকে বাংলায় শক্তিশালী আধিপত্য ধরে রাখতে পারলেন না লালিত্যমোহন, শুরু হল আরেক বিপর্যয়। ৭৩৫ - ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের কথা সেটা।

ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বাংলা। বিষফোঁড়ার তার সর্বাংগে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠল শত শত রাজা মহারাজা। এর সাথে ওর, ওর সাথে তার লড়াই-ঝগড়া লেগেই আছে। বাংলার ঐতিহ্যময় সংহত সামরিক শক্তি তো দূরের কথা, মানসিক শক্তিও উড়ে গেল দ্রুত। সুযোগ পেয়ে গুটি গুটি এগিয়ে এল বাইরের শত্রু। বাংলা আক্রমণ করে আনায়াসে লুটপাট করে গেল তিব্বতের সৈন্যরা। কিছুদিন পর কামরূপের সৈন্যরা, কিছুদিন পর কনৌজের সৈন্যরা, কিছুদিন পর লুটে নিয়ে গেল কাশ্মীরের সৈন্যরাও। একেবারে যেন হরির লুট, এসে খুনখারাবি করে লুটে নিলেই হল। নাভিশ্বাস উঠে গেল বাংলার চুনোপুঁটি রাজা মহারাজাদের। বিদেশী সৈন্যদের বাধা দেবার মত এতটুকু শক্তি তখন তাদের আর বাকী নেই।

কিন্তু চেতনা বাকী ছিল। বাকী ছিল অন্তর্দৃষ্টি। ভুল বুঝতে সময় লাগল না। প্রতিকারের পথ একটাই - ঐক্য। ঐক্যবদ্ধ বাংলা। যদিও বড় কঠিন সে পথ। স্বার্থত্যাগের আহ্বান সে পথে পদে পদে। ভূস্বামীদের জন্য আরো কঠিন। কিন্তু সমস্ত বাধা-ই অতিক্রম করে ইতিহাস রচনা করলেন তাঁরা। ঐক্যসভা ডাকলেন। এমনই হয়। জননী-জন্মভূমির আত্ননাদ-হাছকার যে শোনে, তার জীবন এবং জীবনধারণের ব্যাকরণ বদলে যেতে বাধ্য।

বাংলা লিখুন, বাংলার অবলুপ্তি রোধ করুন ॥

www.bornosoft.com

"যে শুনেছে কানে, তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে....."- কবিগুরু। প্রমাণ আছে ইতিহাসে পাতায় পাতায়, প্রমাণ আছে একান্তরে, প্রমাণ আছে ৭৫০ সালের সেই সভায়। ঐক্য চাই, এক বাংলার এক রাজা চাই। কে হবে সেই রাজা? কে ধরবে হাল এই ভাঙ্গা নৌকোর? কেন, ঐ তো আছে। রাজশাহীর (প্রাচীন নাম বরেন্দ্র) রাজা গোপাল। ধর্মে বৌদ্ধ, দক্ষিণ-রাজের কন্যা তার স্ত্রী। উত্তর-দক্ষিণে সবাই ভালো বলে তাকে। গোপাল কি ভার নিতে রাজী আছেন, যদি বাংলার সব রাজা মহারাজা তাঁকে পুরো বাংলার রাজা হিসাবে মেনে নেন?

বেশিক্ষণ ভাবতে হলনা গোপাল কে। আজকের অলিন্দে দাঁড়িয়ে যে নেতা আগামী কাল এবং আগামী পরশু পর্যন্ত দেখতে পান, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সেই নেতাকে বেশী ভাবতে হয়না দেয়ালের লিখন পড়তে, সময়ের ইস্তিত বুঝতে। বাঙ্গালীর ভাগ্য গড়তে মাত্র একটা জিনিস, একটা মাত্র জিনিসই যথেষ্ট। তা হল বাঙ্গালীর ঐক্য। এই একটা জিনিস বাদ দিয়ে আর যত চেষ্টা স-ব পণ্ডশম। এই সত্য চিরভাস্বর গত পরশু, গতকাল, আজ, এবং আগামীকালও। আশ্চর্য্য সেই আলাদীনের প্রদীপ যখন তাঁর হাতে, তিনি তো রাজার রাজা! তিনি তো ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক!

"স্বদেশকে আরো অধিক অরাজকতার হাত হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সকলে একত্র মিলিয়া জনগণের পক্ষ হইতে গোপালকে তাঁহাদের একচ্ছত্র রাজা নির্বাচিত করিয়াছিলেন। এভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেতা নির্বাচিত করিয়া আজ হইতে বারোশত বৎসর পূর্বে মানসিক উৎকর্ষ, দূরদর্শিতার ও আত্মত্যাগের পরিচায়ক..... সংক্ষিপ্ত সময়ে দেশে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি সে দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন"।

তারপর? শুধু "শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করিয়া"ই কি গোপালের দায়িত্ব শেষ হল? তাই কি হয়? আলাদীনের প্রদীপের আলোয় তখন আলোকিত হয়ে উঠেছে বাংলা। দূরে দাঁড়িয়ে বাংলার এই নবজন্ম আতংকের চোখে দেখল আক্ষালনকারী আক্রমণকারী বহিঃশত্রুর দল। তারপর লেজ গুটিয়ে অনতিবিলম্বে ঘরের দিকে রওনা হয়ে গেল। বুঝে গেল, এবার কালবৈশাখীর হাত থেকে তাদের ঘর বাঁচাবার সময় ঘনিয়ে আসছে দ্রুত। এদিকে ধীরে ধীরে বাড়ছে বাংলার রাজ্যসীমা। এক এক করে বৃহত্তর বাংলাকে সংহত করে শক্তিশালী করে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন মানব জাতির ইতিহাসে সম্ভবতঃ প্রথম নির্বাচিত রাজা গোপাল। হাল ধরলেন পুত্র ধর্মপাল। পরের ঘটনা সহজ সরল। ঐক্যবদ্ধ বাঙ্গালীর সামরিক শক্তি মহাপ্লাবনের মত ছুটে গেল দিকে দিকে। ভাসিয়ে নিয়ে গেল সামনে যা কিছু।

"কনৌজ (আধুনিক লখনৌ) জয় করার পর এক দরবারের আয়োজন করেন। ঐ দরবারে ভোজ, মৎস্য, মুদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, মালব, বেরার, গান্ধার, পেশোয়ার, কীর, প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্যগুলির রাজাগন উপস্থিত হইয়া বাঙ্গালী ধর্মপালকে অধিরাজ বলিয়া স্বীকার করেন" - (খালিমপুর তাম্রশাসন)।

"ধর্মপালের সময় বাঙ্গালীর রাজ্যসীমা বঙ্গোপসাগর হইতে পাঞ্জাবের জলন্ধর এবং দক্ষিণে বিক্রম পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল"- (তিব্বতি ঐতিহাসিক তারানাথ)।

ধর্মপাল মারা গেলেন। রাজা হলেন পুত্র দেবপাল। বাঙ্গালী তখনো ঐক্যবদ্ধ। দেখতে দেখতে আসামে উড্ডীন হল বাঙ্গালীর পতাকা। তাড়া খেয়ে ফিরে গেল তুর্কী জাতির পূর্বপুরুষ ছন সৈন্যরা। ছুটল বাঙ্গালী দক্ষিণ-ভারতে, পরাজিত (মতান্তরে নিহত) হল সেখানকার দ্রাবিড় রাজা অমোঘবর্ষ। বিশাল সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু শাসনের জন্য পিতা ধর্মপাল রাজধানী সরিয়ে নিয়েছিলেন পাটালিপুত্রে (আধুনিক পাটনা)। সেখানে বসে বাঙ্গালী দেবপাল শাসন করলেন চট্টগ্রাম থেকে জলন্ধর, আসাম থেকে দক্ষিণ-ভারত। ৮২০ - ৮৩০

বাংলা লিখুন, বাংলার অবলুপ্তি রোধ করুন ॥

www.bornosoft.com

সালের কথা সেটা। মৃত্যুশয্যা থেকে উঠে এসে সারা ভারতবর্ষের মাথায় চড়ে বসতে বাঙ্গালীর সময় লাগল মাত্র ৭০-৮০ বছর। খবর পৌঁছে গেল ভারতবর্ষের বাইরেও।

"আরবী ইতিহাস গ্রন্থে বঙ্গরাজ দেবপালের (৮১০ - ৮৪৫ খৃঃ) পঞ্চাশ হাজার রণহস্তীর উল্লেখ দেখি" - আজ নিদারুণ অবিশ্বাস্য বটে, কিন্তু স্বপ্ন নয়, গল্পও নয়। আমাদের ভুলে যাওয়া আমাদেরই ইতিহাস।

হেঁড়ে গলায় বাঙ্গালীর অসাধারণ সামরিক বীরত্বের কথা বলার জন্য এ লেখা নয়, যদিও সেটা সত্য। এতবড় সাম্রাজ্য সৃষ্টিভাবে চালানোর মত মেধা বাঙ্গালীর ছিল, সেকথা বলার জন্যও এ লেখা নয়, যদিও সেটাও সত্য। লড়াই-ঝগড়া খুনোখুনি করে নয়, আলাপ-আলোচনার সভায় বসে বাঙ্গালী যখন তাদের নেতা নির্বাচিত করে, অধুনা গণতন্ত্রের সূতিকাগার ইংল্যান্ড তখন স্যাক্সনদের উপনিবেশ হিসেবে ধুকছে সেকথা বলার জন্যও এ লেখা নয়, যদিও সেটাও সত্য। আমি শুধু এক আশ্চর্য্য প্রদীপের কথা বলছি। ঐক্য। যা দিয়ে নিকষ অন্ধকার দূর করা যায়। যা আমাদের রক্তে দিয়ে গেছেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা, এবং ইতিহাসের ওপার থেকে করুণ চোখে আমাদের দেখছেন।

কি ভাবছেন কে জানে!

ফতেমোল্লা

২০ শে জুন, ৩০ মুক্তিসন (২০০২)।

বর্নসফট ২০০০-এ লিখিত।